Daily News Recap

23-02-2021

Country	Stock Exchange Index				GDP (Current Mkt. Price)	Inflation	Interest Rate(%)
	February, 2020	January, 2020	% Change Last month	% Change Last year current month	% change previous year	% change previous year	(10-year Govt. Bond)
Asia Pacific							
Bangladesh (DSEX)	4,480.23	4,469.66	0.24	(21.56)	12.69	2.19	8.47
India (S&P BSE SENSEX)	41,323.00	41,872.70	(1.31)	(0.50)	3.10	7.60	5.80

Recent Market Information

Date	Total Trade	Total Volume	Total Value in Taka (mn)	Total Market Cap. in Taka (mn)	DSEX Index	DSES Index	DS30 Index	DGEN Index
22-02-2021	128275	168633113	7029.337	4766304.712	5564.69695	1246.08783	2109.45284	-

Total Number of Securities in Bangladesh: 404

Information Source: Dhaka Stoke Exchange

Source link: https://dsebd.org/company_listing.php#A

আরও ৫ কোম্পানির পর্ষদ ভেঙে দিচ্ছে বিএসইসি

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত আরও পাঁচ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। এর মধ্যে তিন কোম্পানির পর্ষদ ভেঙে নতুন পর্ষদ গড়ার কাজটি প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বাকি দুটির বিষয়ে প্রক্রিয়াগত কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিএসইসি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। বিএসইসি যে পাঁচটি কোম্পানির বর্তমান পর্ষদ ভেঙে নতুন পর্ষদ গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে, সেগুলো হলো ইউনাইটেড এয়ার, ফ্যামিলিটেক্স, সিঅ্যান্ডএ টেক্সটাইল, ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস ও এমারেল্ড অয়েল। এ পাঁচ কোম্পানির মধ্যে চারটিরই কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। শুধু ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালসের কার্যক্রমই চালু রয়েছে।

জানতে চাইলে বিএসইসির কমিশনার শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, শেয়ারবাজারের যেসব কোম্পানি ব্যবস্থাপনা দুর্বলতার কারণে খারাপ অবস্থায় চলে গেছে, সেসব কোম্পানিকে আবার সচল করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে পর্ষদ ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া

হয়েছে। বিএসইসি সূত্রে জানা গেছে, এরই মধ্যে রিংসাইন টেক্সটাইল ও আলহাজ টেক্সটাইলের পর্ষদ ভেঙে নতুন পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। তার সুফলও মিলতে যাচ্ছে। বন্ধ এ দুটি কোম্পানি চালুর বিষয়ে বেশ অগ্রগতি হয়েছে বলেও জানান বিএসইসির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। রিংসাইন ও আলহাজ টেক্সটাইলের অভিজ্ঞতার আলোকে এখন আরও পাঁচটি কোম্পানির পর্ষদ ভেঙে নতুন পর্ষদ গড়ার প্রক্রিয়া চলছে।

ইউনাইটেড এয়ার

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, ইউনাইটেড এয়ারকে আবারও কার্যক্রমে ফিরিয়ে আনা যায় কি না, তারই অংশ হিসেবে শিগগির কোম্পানিটির পর্ষদ পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এভিয়েশন খাতের বেসরকারি একজন বিশেষজ্ঞকে কোম্পানিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে বিএসইসি। দু–এক দিনের মধ্যেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে কার্যক্রমে না থাকায় ইউনাইটেড এয়ারকে গত মাসে মূল বাজার থেকে ওটিসি (ওভার দ্য কাউন্টার) বাজারে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্য অনুযায়ী, ইউনাইটেড এয়ারের শেয়ারের সিংহভাগেরই মালিকানা এখন ব্যক্তিশ্রেণির সাধারণ বিনিয়োগকারী ও প্রতিষ্ঠানের হাতে। কোম্পানির উদ্যোক্তা-পরিচালকদের হাতে আছে মাত্র আড়াই শতাংশ শেয়ার। অথচ আইন অনুযায়ী, শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির উদ্যোক্তা-পরিচালকদের হাতে সম্মিলিতভাবে সব সময় ওই কোম্পানির ৩০ শতাংশ শেয়ার থাকা বাধ্যতামূলক। আর পরিচালকদের হাতে এককভাবে সব সময় ২ শতাংশ শেয়ার থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু কোম্পানিটির উদ্যোক্তা-পরিচালকেরা এ আইন লঙ্ঘন করে তাঁদের হাতে থাকা সব শেয়ার গোপনে বাজারে বিক্রি করে দেন। এ কারণে কোম্পানিটির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তাসভীরুল আহমেদ চৌধুরীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছে বিএসইসি। ২০১০ সালে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ কোম্পানির বর্তমান দেনার পরিমাণ প্রায় হাজার কোটি টাকা।

ফ্যামিলিটেক্স ও সিঅ্যান্ডএ টেক্সটাইল

বস্ত্র খাতের চট্টগ্রামভিত্তিক কোম্পানি ফ্যামিলিটেক্স ও সিঅ্যান্ডএ টেক্সটাইলের পর্ষদও পুনর্গঠন করা হচ্ছে। এ দুটি কোম্পানিরও কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। শেয়ারধারীদেরও কোনো ধরনের লভ্যাংশ দিচ্ছে না। দুটি কোম্পানিই এখন নামসর্বস্ব। এর মধ্যে ফ্যামিলিটেক্সের উদ্যোক্তারা শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিটি বন্ধ রাখলেও তাঁদের মালিকানায় অন্য কোম্পানিগুলো সচল রয়েছে। এমনকি নতুন কোম্পানিও খুলছেন। শুধু শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি পরিচালনার ক্ষেত্রেই অনীহা কোম্পানিটির উদ্যোক্তাদের।

জানা গেছে, মূলত শেয়ারবাজার থেকে টাকা তুলে সেই টাকা লুটপাট করে অন্য ব্যবসায় খাটিয়ে লাভবান হয়েছেন ফ্যামিলিটেক্সের উদ্যোক্তারা। যদিও ২০১৮ সালের পর থেকে কোম্পানিটি বিনিয়োগকারীদের কোনো লভ্যাংশ দিচ্ছে না। ফ্যামিলিটেক্সের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, কোম্পানিটির পরিচালনায় চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন মেহরাজ ই মোস্তফা। আর পরিচালক তাঁর স্ত্রী তাবাসসুম করিম। একসময় বিএসএ গ্রুপ নামের চট্টগ্রামকেন্দ্রিক এক পোশাক কারখানার মহাব্যবস্থাপক (জিএম) হিসেবে কাজ করতেন। চাকরিজীবী থেকে হয়ে যান উদ্যোক্তা। অভিযোগ আছে, বিপুল আর্থিক অনিয়মের কারণেই চাকরিচ্যুত করা হয় মেহরাজ ই মোস্তফাকে। বিএসএ গ্রুপের অনিয়মের অর্থে গড়ে তোলেন ফ্যামিলিটেক্স। পরে প্রাথমিক গণপ্রস্তাব বা আইপিওর মাধ্যমে ২০১৩ সালে কোম্পানিটি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ৩৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। কয়েক বছর না যেতেই প্রতিষ্ঠানটি দুর্বল মানের কোম্পানি হিসেবে 'জেড' শ্রেণিভুক্ত হয়।

এদিকে, ২০১৫ সালে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়া সিঅ্যান্ডএ টেক্সটাইলের পর্ষদও ভেঙে নতুন পর্ষদ গঠনের কাজ প্রায় চূড়ান্ত করে এনেছে বিএসইসি। এর আগে গত জুলাইয়ে কোম্পানিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুখসানা মোর্শেদ, পরিচালক শারমিন আকতার ও প্রাতিষ্ঠানিক

পরিচালক বাংলাদেশ শু ইন্ডাস্ট্রিজকে ১৪ কোটি টাকা জরিমানা করেছিল বিএসইসি। আইন লঙ্ঘন করে কোনো ঘোষণা ছাড়া তাঁদের হাতে থাকা বিপুল শেয়ার বিক্রি করে দিয়ে ১২ কোটি টাকার বেশি মুনাফা করায় এ জরিমানা করা হয়।

সিঅ্যান্ডএ টেক্সটাইল আইপিওতে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বাজারে এসেছিল। ওই সময় তা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদনও হয়েছিল। কিন্তু সেসবে 'রা' করেনি বিএসইসির তৎকালীন কমিশন। যে কমিশনের নেতৃত্বে ছিলেন এম খায়রুল হোসেন, যাঁর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ, তিনি মানহীন কোম্পানি বাজারে আসার সুযোগ করে দিয়ে বাজারটাকে ডুবিয়েছেন।

এমারেল্ড অয়েল ও ইন্দো-বাংলা

বেসিক ব্যাংকের আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে এমারেল্ড অয়েলের নাম জড়িয়ে আছে। ওই কেলেঙ্কারির ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরই তুষের তেল বা রাইস ব্র্যান অয়েল প্রস্তুত ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানটিরও আলো ধীরে ধীরে নিভতে থাকে। বর্তমানে কোম্পানিটি নামসর্বস্ব কোম্পানি। ২০১৪ সালে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ কোম্পানি ২১৬ সালের পর থেকে বিনিয়োগকারীদের কোনো লভ্যাংশ দেয়নি। ২০১৯ সালে বিএসইসি কোম্পানিটির উদ্যোক্তা-পরিচালক থেকে শুরু করে ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিও (বেনিফিশিয়ারি ওনার্স) হিসাব জব্দ করে। এখন পর্ষদ পুনর্গঠনের মাধ্যমে বন্ধ কোম্পানিকে সচল করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

২০১৮ সালে তালিকাভুক্ত হওয়া ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস পরিচালনার ক্ষেত্রেও নানা জটিলতার প্রমাণ পেয়েছে বিএসইসি। এ কারণে এ কোম্পানির পর্ষদও পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

https://www.prothomalo.com/business/market/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A7%AB-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A6-%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%99%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF

BSEC sees no need of new provision in Companies Act

The securities regulator sees no bar in implementing its directive recently issued to settle investors' claims for unclaimed or unpaid or unsettled dividends.

It also finds no need of introducing any new provision in Companies Act to pull the accumulated dividends, which remained unsettled for three years, into a custodian for the purpose of settlement of investors' perpetual claims. The Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) said this in the backdrop of receiving a set of recommendations from the Bangladesh Association of Publicly Listed Companies (BAPLC).

"There is no need of introducing any new provision in Companies Act to execute the directive regarding settlement of unclaimed or unpaid or unsettled dividend as such dividend will not be forfeited," said the BSEC chairman Prof. Shibli Rubayat Ul Islam.

In its recommendations, the BAPLC said there is a provision in India regarding transfer of dividends, which remain undistributed for seven years, into the government's exchequer.

"There is no such provision in our Companies Act. So, a clause will have to be included in the Companies Act to implement the BSEC's directive," the BAPLC said. The BSEC chairman the BAPLC could not realise the BSEC's directive. "New provision will be required in Companies Act if the undistributed dividend if forfeited." On January 14, the securities regulator issued a directive regarding dividend distribution policy along with settling the claims for unclaimed or unpaid or unsettled dividend.

One provision of the BSEC's directive said the cash dividend which remains unpaid or unclaimed or unsettled including accrued interest for a period of three years from the date of declaration or approval or record date, shall be transferred by the issuer to the fund as directed or prescribed by the commission. "If any shareholder or unit holder claims his cash dividend after transfer of such dividend to the prescribed fund, its manager will pay off such dividend within fifteen days of receiving subject to proper verification," the BSEC's directive said.

"Unclaimed or unpaid or unsettled dividends will be transferred into a custodian account opened with a government's company. Issuers will not be allowed to utilise the unpaid dividends," the BSEC chairman said. The BSEC issued the directive after collecting information regarding unclaimed or unpaid or unsettled dividends worth around Tk 210 billion.

"The unclaimed or unpaid dividend is forfeited in India after seven years of declaration. We have only moved to set a perpetual process to settle investors' claims regarding dividend," said the BSEC chairman Mr. Islam. Echoing Mr. Islam, the BSEC commissioner Dr. Shaikh Shamsuddin Ahmed said the securities regulator would evaluate some other recommendations made by the BAPLC.

"We are not rigid. We will facilitate the issuers by revising some other provisions of the directive," Mr. Ahmed said. Another provision of the BSEC's directive said within 10 days of declaration made by the board of directors or the board of trustee of the issuer, an amount equivalent to the declared cash dividend payable for the concerned year shall be kept in separate account dedicated for this purpose.

The BAPLC has differed with this clause saying that the declared dividend is not final one until it is approved at the annual general meeting (AGM). "There are the instances of altering the declared dividend at the companies' AGM. Besides, there is a gap of 90 days between dividend declaration and AGM. So, the companies' capitals will be squeezed if the declared dividend is kept as per the BSEC's directive," the BAPLC opines.

The BSEC's commissioner Mr. Ahmed said they would extend the timeframe of keeping the declared amount into a separate account by the issuers. Talking to the FE, the chief executive officer (CEO) of a leading brokerage firm said the cash dividend of many investors have remained pending for a long time due to the companies' reluctance and mismanagements.

"In many cases, the dividend warrants were not sent to the shareholders properly. Secondly, many shareholders failed to receive dividend warrants due to changes in addresses," the CEO said on anonymity. He said the dividend that was not distributed properly cannot be termed as 'unclaimed'.

"Many of our clients talked to us about the re-distribution of unpaid dividend. So, that amount dividend should be transferred into investors' BO accounts which have already been updated as per the criteria of RTGS (Real Time Gross Settlement)," the CEO said. In this regard, the BSEC officials said the unpaid dividend will not be transferred into BO accounts as many account holders remain inactive for a long time due to different reasons.

"Many investors who exist abroad have no news of their BO accounts. Moreover, we will transfer the dividend from the BO accounts into the custodian account. And investors will be allowed to realise such dividend subject to proofs," said a BSEC official. Another senior official of Modern Securities said investors having paper shares mainly face difficulties in receiving dividends.

"Still now many investors have paper shares were not demated. Issuers intentionally send dividend warrants through the unknown courier services. That's why, investors fail to receive dividend warrants," the officials said.

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bsec-sees-no-need-of-new-provision-in-companies-act-1613876935

Stocks plunge at opening amid lackluster trade

Stocks nosedived in early trading on Monday as investors continued their sell-offs on sector-wise issues amid persistently lackluster trade.

Following the previous week's downward trend, the Dhaka Stock Exchange and the Chittagong Stock Exchange opened lower with low turnover.

Within the first hour into trade, DSEX plunged about 55 points while the CSE All Share Price Index (CASPI) of port city's bourse lost 125 points at 11:00 when the report was filed. DSEX, the prime index of the DSE, went down by 54.97 points or 1.0 per cent to stand 5,421 points till then.

Two other indices also saw negative trends till then. The DS30 index, comprising blue chips fell 28.24 points to reach at 2,077 and the Shariah Index (DSES) lost 11.61 points to stand 1,230 points till then. Turnover, another important indicator of the market, stood at Tk 1.37 billion within the first hour of trading at 11:00 am. Market analysts said the shaky investors continued their sell-offs in major stocks as a lack of positive triggers prevented investors from making the fresh investment.

The market remained under pressure in the past few weeks along with sluggish turnover as investors stayed cautious amid ongoing dividend declaration by December-end companies, said a merchant banker.

Of the issues traded till then, 180 declined, 29 advanced and 70 remained unchanged. Beximco - the flagship company of Beximco Group- was the most traded stock till then with shares worth Tk 411 million changing hands, followed by Robi, BATBC, LankaBangla, and Beximco Pharma.

The port city bourse – the Chittagong Stock Exchange – saw a negative note with CSE All Share Price Index- CASPI- losing 125 points to stand at 15,696, also at 11:00 am. Of the issues traded till then, 17 gained, 45 declined, and 13 issues remained unchanged with Tk 47 million in turnover.

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/stocks-plunge-at-opening-amid-lackluster-trade-1613972500

DSE turnover hits seven-month low

The daily trade turnover on the prime bourse fell below Tk 5.0 billion-mark on Monday, hitting a seven-month low, as most investors were reluctant to make fresh investment in stocks.

Turnover, a crucial indicator of the market, stood at Tk 4.67 billion on the country's premier bourse, slumping by 33 per cent over the previous day's mark of Tk 6.94 billion. It was the lowest single-day transaction since July 29, last year, when the turnover totaled a record Tk 6.94 billion. Along with low turnover, DSEX, the prime index of the Dhaka Stock Exchange (DSE), also slumped 90.77 points or 1.65 per cent to settle at 5,385.

DSEX lost more than 159 points in the past four consecutive sessions. Two other indices also ended lower. The DSE 30 Index comprising blue chips, lost 48.20 points to finish at 2,057 and the DSE Shariah Index (DSES) shed 20.45 points to close at 1,222.

Market analysts said the shaky investors continued their sell-offs in major stocks as a lack of positive triggers prevented investors from making fresh investment. The market remained under pressure in the past few weeks along with sluggish turnover as investors stayed cautious amid ongoing dividend declaration by December-end companies, said a merchant banker.

He noted that pressure on margin loans adjustment to regulatory allowable limit, Bangladesh Bank's circular regarding dividend limit of banks coupled with price fall of large-cap stocks continued to put a negative impact on the market. "Investors continued sell-offs on major sector stocks, putting pressure on the indices amid sluggish trading," he said.

Robi's shares fell further by 6.36 per cent to close at Tk 36.80 on Monday as investors dumped its shares following 'no' dividend declaration for 2020. Robi was also the last week's top loser with 12.28 per cent loss.

The top negative index contributors were Grameenphone, Robi, British American Tobacco, Square Pharma, Beximco Pharma and Beximco, contributing roughly 83 points fall of DSEX jointly, according to data from amarstock.com, a stock market data analyst.

Beximco that lost more than 3.0 per cent - was the most traded stock with shares worth over Tk 1.05 billion changing hands followed by Robi, BATBC, LankaBangla Finance and Beximco Pharma. Al-Ha Textile was the day's best performer, posting a gain of 10 per cent while Prime Finance First Mutual Fund was the worst loser, losing 6.50 per cent.

A total number of 103,794 trades were executed in the day's trading session with a trading volume of 115.29 million shares and mutual fund units. The market-cap of DSE also fell to Tk 4,600 billion on Monday, down from Tk 4,656 billion in the previous day.

The Chittagong Stock Exchange (CSE) also kept losing with the CSE All Share Price Index – CASPI –shedding 256 points to settle at 15,564 and the Selective Categories Index – CSCX losing 155 points to close at 9,389. Of the issues traded, 122 declined, 26 advanced and 38 remained unchanged on the CSE. The port city's bourse traded 6.86 million shares and mutual fund units with turnover value of Tk 414 million.

https://thefinancialexpress.com.bd/stock/dse-turnover-hits-seven-month-low-1613992567

Midland Bank to raise Tk 70 crore thru IPO

Midland Bank Limited is going to raise Tk 70 crore through initial public offering under fixed price method. The bank signed an issue management agreement with LankaBangla Investment Limited on Monday. Under this agreement, LBIL will provide the issue management services for the IPO prospectus of MDBL.

The bank will float seven crore shares in the stock market. Midland Bank vice-president and head of public relations officer Rashadul Anwar Sanjay told New Age that the bank signed deal with LankaBangla Investment.

The bank made the approach to comply with a Bangladesh Bank directive, he said. The Bangladesh Bank in 2013 gave license to nine banks, including Midland Bank, on condition that the banks would be listed on stock exchange within three years of commercial operation.

The nine banks were Meghna Bank, Midland Bank, Modhumoti Bank, NRB Bank, NRB Commercial Bank, NRB Global Bank, South Bangla Agriculture Bank and Commerce Bank, Farmers Bank— now Padma Bank— and Union Bank. Among them, only two banks – NRBC and South Bangla Agriculture Bank – are on the process to be listed.

As per the audited financial statement, the net profit of the Midland Bank stood at Tk 55.74 crore in 2019 against Tk 65.03 crore in 2018. The bank paid up capital was Tk 569.7 crore in 2019.

There are 60 scheduled banks in Bangladesh, where 30 banks are listed on the stock exchange holding 18 per cent of total market capitalisation.

https://www.newagebd.net/article/130867/midland-bank-to-raise-tk-70-crore-thru-ipo

Stocks slump, turnover hits 7-month low

Dhaka stocks plunged on Monday as investors, unnerved by the recent downward trend on the market, went for panic selling. The turnover on the Dhaka Stock Exchange hit a seven-month low on the day.

DSEX, the key index of the DSE, lost 1.65 per cent, or 90.77 points, to close at 5,385.21 points on Monday. The DSEX lost 160 points in the last four sessions.

In line with the previous session, the core index started falling from the very beginning of Monday's session and descended more firmly as the session progressed as investors increased share sales amid gloominess on the market, market operators said.

They said that investors became panicky as the market continued falling for the last one month. The DSEX has lost 524 points since January 14.

Market operators said that activities on the market became slow as many investors declined to sell shares at lower prices while some others found it safe to observe the market trend. Turnover on the DSE plunged to Tk 467.08 crore on Monday compared with that of Tk 694.13 crore in the previous session. Monday's turnover was the lowest after July 29, 2000 when it was Tk 399.52 crore.

Market analysts said that investors, especially the institutional ones, became watchful and paused trading shares that intensified the bearishness on the market. The market movement was mostly dependent on a few companies that discouraged investors, they said.

Only six companies accounted for 52.23 per cent of the day's total turnover while BEXIMCO alone logged 22.7 per cent with its shares worth Tk 105.99 crore being traded on Monday.

EBL Securities in its daily market commentary said, 'Investors opted to liquidate their portfolios and decided to sit on cash in the absence of any major trigger on the market, while upcoming dividend declarations by December-end companies kept some investors on the sideline to observe the market movement.'

The recent bear run occurred due to a host of reasons, including the setting of ceiling on margin loan rate, approval of a number of companies' initial public offerings in a short period of time, dependence on a few companies and repeated changes in regulatory policies, market operators said. The Bangladesh Securities and Exchange Commission on January 13 asked the market intermediaries to reduce margin loan interest rate to 12 per cent by January 31.

Though the BSEC deferred the deadline to June 30, many market intermediaries continued share sales to adjust the rate on time and also stopped proving new loans to clients that created some liquidity shortage on the market, market operators said.

Trading of shares of eGeneration Limited will commence on the country's stock exchanges today.

More than 80 companies hit their floor prices, making the market immoveable. The BSEC on March 19, 2020 introduced the floor price system to bar companies' share prices from falling below a certain level amid the COVID-19 outbreak.

Of the 357 scrips traded on the DSE on Monday, 219 declined, just 23 advanced and 101 remained unchanged. DS30, a composition of 30 large capitalised companies, plunged by 2.28 per cent, or 48.20 points, to close at 2,057.36 points on the day.

Out of the 30 large capitalised companies, 27 declined, just one advanced and two remained unchanged. Robi Axiata Limited, which made its debut on December 21, declared no dividend for 2020 despite making profits of Tk 155 crore that frustrated investors, market operators said.

Share prices of the company plunged by 25 per cent in the last four trading sessions. Shariah index DSES also shed 1.64 per cent, or 20.45 points, to settle at 1,222.03 points.

Robi, British American Tobacco, Beximco Pharmaceuticals, LankaBangla Finance, Square Pharmaceuticals, Summit Power, Beacon Pharmaceuticals, GBB Power and Grameenphone were the other turnover leaders on the day.

https://www.newagebd.net/article/130891/stocks-slump-turnover-hits-7-month-low

BSEC appoints special auditor to Delta Life

The Bangladesh Securities and Exchange Commission has appointed chartered accountant MABS & J Partners as a special auditor to Delta Life Insurance Company Limited.

The BSEC appointed the CA firm last week and asked it to submit its report within a month, BSEC officials said. BSEC chairman Shibli Rubayat-Ul-Islam said that the regulator came to know about the recent tussle between the Insurance Development and Regulatory Authority chairman and the listed company Delta Life Insurance Company.

The BSEC discussed issues regarding the tussle with both the IDRA chairman and the Delta Life officials, he said. 'So, the commission has felt it fit to audit the company's financial accounts to see the actual status of the company,' Shibli said. The BSEC has asked the auditor to submit its report within a month, he said.

Earlier on February 7, Delta Life Insurance Company at a press conference alleged that IDRA chairman Mosharraf Hossain demanded Tk 50 lakh in bribes from the company against re-appointing the company's chief executive officer and calling off appointment of an administrator to the company's board.

The company on December 7, 2020 filed a complaint with the Anti-Corruption Commission against Mosharraf, alleging that the IDRA chairman demanded Tk 50 lakh in bribes from the

company. IDRA on February 11 suspended the board of directors of Delta Life Insurance Company for four months and appointed Sultan-Ul-Abedine Molla, a former IRDA member, as administrator to the company.

A member of suspended board of Delta Life Insurance Company alleged that the administrator has been appointed for a collateral purpose, namely, to interfere with an investigation on an allegation of corruption by procuring a withdrawal of the complaint through duress.

The allegation came after administrator-run Delta Life Insurance Company on February 17 asked its joint executive vice-president Pollob Bhowmik, the complainant to the ACC, to withdraw the complaint filed against Mosharraf over bribery. IDRA claimed that the regulator found many anomalies and violations of insurance rules in the company that forced it to appoint the administrator to the board.

https://www.newagebd.net/article/130892/bsec-appoints-special-auditor-to-delta-life

শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নির্বাচন করবে যমুনা অয়েল

আগামী ১৩ মার্চ বেলা আড়াইটায় ডিজিটাল প্লাটফর্মে যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেডের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। সেই সভায় অন্যান্য এজেন্ডার পাশাপাশি কোম্পানিটির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক (বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন ব্যতীত অন্য শেয়ারহোল্ডারদের মধ্য থেকে) নির্বাচন করা হবে। সেই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে যমুনা অয়েল।

তফসিল অনুযায়ী, আজ থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। আর ২ মার্চ পর্যন্ত এ ফর্ম জমা দেয়া যাবে। মনোনয়ন ফর্ম প্রত্যাহার করা যাবে ৩ মার্চ পর্যন্ত। যথাযথ বাছাইয়ের পর যোগ্য পরিচালক পদপ্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা ৪ মার্চ কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের নোটিস বোর্ড ও ওয়েবসাইটে **(www.jamunaoil.gov.bd)** প্রকাশ করা হবে।

চলতি হিসাব বছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর) যমুনা অয়েলের শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৯ টাকা ৬৪ পয়সা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে কোম্পানিটির ইপিএস ছিল ৯ টাকা ৩৫ পয়সা। এ হিসাবে প্রথমার্ধে প্রতিষ্ঠানটির ইপিএস বেড়েছে ৩ দশমিক ১ শতাংশ। দ্বিতীয় প্রান্তিকে যমুনা অয়েলের ইপিএস হয়েছে ৫ টাকা ৫৭ পয়সা, আগের হিসাব বছরের একই সময়ে যা ছিল ৪ টাকা ৭৭ পয়সা। ৩১ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ১৭৬ টাকা ৩৫ পয়সা।

৩০ জুন সমাপ্ত ২০২০ হিসাব বছরের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের ১২০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে যমুনা অয়েলের পরিচালনা পর্ষদ। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ১৮ টাকা ১৩ পয়সা, আগের হিসাব বছরে যা ছিল ২১ টাকা ১৯ পয়সা। ৩০ জুন প্রতিষ্ঠানটির এনএভিপিএস দাঁড়িয়েছে ১৬১ টাকা ৪০ পয়সা, আগের হিসাব বছর শেষে যা ছিল ১৬৭ টাকা ৬১ পয়সা। ১৩ মার্চের এজিএমে কোম্পানিটির সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন, লভ্যাংশসহ অন্যান্য এজেন্ডা পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হবে।

https://bonikbarta.net/home/news_description/256684/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87-

%E0%A6%AF%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE-
%E0%A6%85%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2

বিদেশীরা বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে আগ্রহী —বিএসইসি চেয়ারম্যান

বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি বড় প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। তারা আমাদের বিদ্যুৎকেন্দ্র ও অবকাঠামো খাতেও সম্পৃক্ত হতে চায়। তবে স্বল্পমেয়াদি নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে আগ্রহ রয়েছে তাদের। গতকাল বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) সম্মেলন কক্ষে দুবাইয়ের রোড শো-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম।

তিনি বলেন, আমরা দুবাইয়ে রোড শোতে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছি। এই রোড শো থেকে তারা আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছে। এরপর তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এখন তারা কী করবে। এখন আমাদের কাছে প্রত্যেক দিন মেইল আসে। কিছু কিছু মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে চায় তারা। সেক্ষেত্রে কী কী কারেকশন দরকার, সে বিষয়ে ওরা সাজেশনও দিচ্ছে।

বিএসইসির চেয়ারম্যান আরো বলেন, বাংলাদেশের যে ভবিষ্যৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি। সামনের দিনগুলোয় আমাদের পুঁজিবাজারের বড় ভূমিকা রাখতে হবে। বাংলাদেশের প্রতি বিদেশীদের একটা নেতিবাচক ভাবমূর্তি ছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা চেষ্টা করছি দেশের সঠিক পরিস্থিতি সবার কাছে তুলে ধরতে। সেজন্যই আমরা দুবাইতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে বাংলাদেশের সঠিক তথ্য তুলে ধরলাম।

তিনি বলেন, আমরা যদি বিভিন্ন জায়গায় অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল হাবগুলোয় যেমন দুবাই, লন্ডন, নিউইয়র্ক, হংকং বা সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশের সঠিক তথ্য তুলে ধরতে পারি, তাহলে বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারব।

https://bonikbarta.net/home/news_description/256686/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A7%80-%E2%80%94%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8

ইজেনারেশনের মুনাফা কমেছে

চলতি হিসাব বছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর) ইজেনারেশন লিমিটেডের কর-পরবর্তী নিট মুনাফা হয়েছে ৪ কোটি ৮৭ লাখ ৬০ হাজার টাকা, আগের হিসাব বছরের একই সময়ে যা ছিল ৬ কোটি ৪৯ লাখ ৩০ হাজার টাকা। এ হিসাবে প্রথমার্ধে কোম্পানিটির নিট মুনাফা কমেছে ১ কোটি ৬১ লাখ ৭০ হাজার টাকা বা প্রায় ২৫ শতাংশ।

আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৮১ পয়সা, আগের হিসাব বছরের একই সময়ে যা ছিল ১ টাকা ৮ পয়সা। আইপিও শেয়ার বিবেচনায় নিলে প্রথমার্ধে কোম্পানিটির ইপিএস দাঁড়াবে ৬৫ পয়সা।

এদিকে দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ইজেনারেশনের নিট মুনাফা হয়েছে ২ কোটি ৬৭ লাখ ৩০ হাজার টাকা, আগের হিসাব বছরের একই সময়ে যা ছিল ৩ কোটি ১৮ লাখ ২০ হাজার টাকা। এ সময়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ৪৫ পয়সা, আগের হিসাব বছরের একই সময়ে যা ছিল ৫৩ পয়সা। আইপিও শেয়ার বিবেচনায় নিলে ইপিএস দাঁড়াবে ৩৬ পয়সা।

৩১ ডিসেম্বর ইজেনারেশনের শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ২২ টাকা ৯২ পয়সা (আইপিও-পূর্ব পরিশোধিত শেয়ারের ভিত্তিতে), আইপিও শেয়ার বিবেচনায় নিলে যা দাঁড়াবে ২০ টাকা ৩৪ পয়সা। ৩১ ডিসেম্বর শেষে কোম্পানিটির মোট শেয়ার সংখ্যা ছিল ৬ কোটি। এর সঙ্গে আইপিও শেয়ার যোগ হলে মোট শেয়ার সংখ্যা দাঁড়াবে ৭ কোটি ৫০ লাখ। দেশের পুঁজিবাজারে আজ ইজেনারেশনের শেয়ার লেনদেন শুরু হচ্ছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) 'এন' ক্যাটাগরির শেয়ারটির ট্রেডিং কোড হবে **'EGEN'**।

https://bonikbarta.net/home/news_description/256685/%E0%A6%87%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87

সূচকে পতন চলছেই লেনদেনেও মন্দা

সূচকে বড় ধরনের পতনের মধ্য দিয়ে সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসের লেনদেন শেষ করল দেশের পুঁজিবাজার। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স গতকাল কমেছে ১ দশমিক ৬৬ শতাংশ। দেশের আরেক পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) প্রধান সূচক সিএসসিএক্স কমেছে ১ দশমিক ৬৩ শতাংশ।

৫ হাজার ৪৭৬ পয়েন্ট নিয়ে গতকালের লেনদেন শুরু করেছিল ডিএসইএক্স। এদিন লেনদেন শেষে তা ৫ হাজার ৩৮৫ পয়েন্টে নেমে যায়। অর্থাৎ গতকাল সূচকটি কমেছে ৯১ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৬৬ শতাংশ। ডিএসইর ব্লু চিপ সূচক ডিএস-৩০ দিনের ব্যবধানে প্রায় ৪৮ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ২৯ শতাংশ কমে গতকাল লেনদেন শেষে ২ হাজার ৫৭ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে, আগের দিন যা ছিল ২ হাজার ১০৫ পয়েন্ট। এক্সচেঞ্জটির শরিয়াহ সূচক ডিএসইএস গতকাল প্রায় ২০ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৬৫ শতাংশ কমে দিনশেষে ১ হাজার ২২২ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে, আগের কার্যদিবসে যা ছিল ১ হাজার ২৪২ পয়েন্ট।

গতকাল ডিএসইতে লেনদেন হওয়া ৩৪৬টি কোম্পানি, মিউচুয়াল ফান্ড ও করপোরেট বন্ডের মধ্যে দিনশেষে দর বেড়েছে ২৩টির, কমেছে ২২১টির আর অপরিবর্তিত ছিল ১০২টি সিকিউরিটিজের বাজারদর। খাতভিত্তিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, গতকাল ডিএসইতে মোট লেনদেনের ২৫ শতাংশ দখলে নিয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে বিবিধ খাত। ১৩ শতাংশ দখলে নিয়ে এরপর রয়েছে ওষুধ ও রসায়ন খাত। এছাড়া ১০ শতাংশ দখলে নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে টেলিযোগাযোগ খাত।

গতকাল ডিএসইতে লেনদেনে শীর্ষে ছিল বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানি (বেক্সিমকো) লিমিটেড, রবি আজিয়াটা লিমিটেড, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি বাংলাদেশ (বিএটিবিসি) লিমিটেড, লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, সামিট পাওয়ার লিমিটেড, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, গ্রামীণফোন লিমিটেড ও বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড।

এক্সচেঞ্জটিতে গতকাল সমাপনী দরের ভিত্তিতে দর বৃদ্ধিতে শীর্ষে থাকা ১০ সিকিউরিটিজ হলো আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড, ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ইউনিলিভার কনজিউমার কেয়ার লিমিটেড, গোল্ডেন সন

লিমিটেড, রংপুর ডেইরি অ্যান্ড ফুড প্রডাক্টস লিমিটেড, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, রেকিট বেনকিজার (বাংলাদেশ) লিমিটেড, এমআই সিমেন্ট ফ্যাক্টরি লিমিটেড, মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও রিজেন্ট টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড। এদিকে সমাপনী দরের ভিত্তিতে দরপতনে শীর্ষ ১০ সিকিউরিটিজ হলো প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, মীর আকতার হোসেন লিমিটেড, রবি আজিয়াটা লিমিটেড, জুট স্পিনার্স লিমিটেড, সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, সাভার রিফ্র্যাক্টরিজ লিমিটেড, প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, রূপালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ও তাওফিকা ফুডস অ্যান্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।

দেশের আরেক শেয়ারবাজার সিএসইতে গতকাল প্রধান সূচক সিএসসিএক্স দিনের ব্যবধানে প্রায় ১৫৫ পয়েন্ট কমে ৯ হাজার ৩৮৯ পয়েন্টে অবস্থান করছে, আগের দিন শেষে যা ছিল ৯ হাজার ৫৪৪ পয়েন্ট। এদিন এক্সচেঞ্জটিতে লেনদেন হওয়া ১৮৬টি কোম্পানি ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে ২৬টির, কমেছে ১২২টির আর অপরিবর্তিত ছিল ৩৮টির বাজারদর। গতকাল ডিএসইতে টাকার অংকে লেনদেন কমলেও সিএসইতে তা বেড়েছে। ডিএসইতে গতকাল মোট ৪৬৭ কোটি ৯ লাখ টাকার সিকিউরিটিজ হাতবদল হয়েছে, আগের কার্যদিবসে যা ছিল ৬৯৪ কোটি ১৩ লাখ টাকা। সিএসইতে গতকাল ৪১ কোটি ৪২ লাখ টাকার সিকিউরিটিজ লেনদেন হয়েছে, আগের কার্যদিবসে যা ছিল ২৩ কোটি ৫৪ লাখ টাকা।

https://bonikbarta.net/home/news_description/256687/%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%9A%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BE

২ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা ২৫ ফেব্রুয়ারি

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ২ মিউচ্যুয়াল ফান্ড ট্রাস্টি কমিটির সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। ফান্ডগুলোর ট্রাস্টি সভা আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। ফান্ডগুলোর সভায় ৩১ ডিসেম্বর ২০২০, ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২০ ও ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত সময়ের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও প্রকাশ করা হবে৷ ফান্ডগুলো হচ্ছে-

এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের তিন প্রান্তিকের ট্রাস্টি সভা ২৫ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টা ৪৫ মিনিট থেকে ৩টা ২৫ মিনিট পরযন্ত অনুষ্ঠিত হবে৷

এআইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের তিন প্রান্তিকের ট্রাস্টি সভা ২৫ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টা ৩৫ মিনিট থেকে ৩টা ১৫ মিনিট পরযন্ত অনুষ্ঠিত হবে৷

https://www.arthosuchak.com/archives/635687/%e0%a7%a8-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%89%e0%a6%9a%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0-26/

পুঁজিবাজারে আসছে ৮ প্রস্তাবনা

আগামী বাজেটে (২০২১-২২) পুঁজিবাজারের জন্য ৮টি প্রস্তাবনা রাখা হবে বলে জানিয়েছেন পূঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম।

আজ সোমবার (২২ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁও অবস্থিত বিএসইসির সম্মেলন কক্ষে রোড-শো পরবর্তী সংবাদ সম্মেলন তিনি এসব কথা বলেন। বাজেট প্রস্তাবনা নিয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বিএসইসি চেয়ারম্যান বলেন, আগামী বাজেটে (২০২১-২২) শেয়ারবাজারের জন্য ৮টি প্রস্তাবনা রাখা হবে। এরমধ্যে উল্লেখ্য বিষয়গুলো হচ্ছে ভালো কোম্পানি তালিকাভুক্তিতে কর্পোরেট কর'য়ে অতালিকাভুক্তি কোম্পানির সাথে সর্বনিম্ন ১৫% ব্যবধান। মার্জিন ঋণের সুদহার ১২% থেকে আরো কমিয়ে আনা। মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর কর কমানো। দ্বৈত কর প্রত্যাহারের বিষয়। আইসিবিকে পূনর্গঠনের জন্য ফান্ডসহ আরো কিছু ছোটখাটো বিষয় মিলিয়ে ৮টি প্রস্তাব থাকবে। তিনি আরও বলেন, গত বাজেটের (২০২০-২১) প্রস্তাব হয়ে যাওয়ার পরে বর্তমান কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারপরও আমরা খুব জোর দিয়ে দুটি বিষয়ে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলাম। এবার বাজেটের আগে প্রস্তাবের অনেক সময় পেয়েছি। আশা করছি প্রস্তাবনার অধিকাংশ বিষয়ে পাস হবে। ৮টি বিষয়ের মধ্যে থেকে যদি ৫টি বিষয়েও অনুমোদন হয়, তবে আমরা মনে করবো অগ্রসর হয়েছি।

বিএসইসি চেয়ারম্যান আরও জানান, আমরা রোড-শো'তে আমাদের ইকোনোমিক ইন্ট্রোডিউস তুলে ধরলাম, আমরা কোথায় আছি টোটাল তথ্য প্রবাহ। কিছু-কিছু জায়গায় ওরা আমাদের অনেক প্রশ্ন করেছেন, অনেক কিছু জানল এবং সামনা-সামনি অনেককিছু শোনার পরে ওরা ডিসিশন নিল এখন ওরা কি করবে। এখন আমাদের প্রত্যেক দিন মেইল আসে। তাদের মধ্যে কিছু কিছু মিউচ্যুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট করতে চায়। সেখানে কি কি কারেকশন দরকার সেটার বিষয়ে ওরা সাজেশন দেয়। দেশের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহী করে তুলতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) দুবাইয়ে ইতিমধ্যে একটি রোড-শো এর আয়োজন করেছে। ভবিষ্যতে সৌদি-আরবের জেদ্দা, রিয়াদ, দাম্মাম'সহ এবছরে জুনের দিকে সুইজারল্যান্ড, ইতালি, ফ্রান্সসহ ইউরোপের বেশকিছু দেশে এমন রোড শো এর আয়োজন করা হবে বলে জানান বিএসইসি এর নির্বাহী পরিচালক মাহাবুবুল আলম।

এসকল প্রস্তাবনা এবং পদক্ষেপগুলো দেশের পুঁজিবাজারে ইতিবাচক প্রভাব বয়ে আনবে এবং নন রেসিডেন্সিয়াল বাংলাদেশি (এনআরবি) সহ দেশি এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আগ্রহী করে তুলবে বলে মনে করেন বিএসইসি চেয়ারম্যান।

https://www.arthosuchak.com/archives/635710/%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%81%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%9b%e0%a7%87-%e0%a7%ae-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%b8%e0%a7%8d/